সংবাদ

তারিখ ... 04 SEP 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১১ ... কলাম ... ৬ ...

বান্দরবানের লামামুখ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দুপুরের খাবার খাচ্ছে শিক্ষার্থীরা -সংবাদ

লামামুখ সর. প্রা. স্কুলে দুপুরের খাবার চালু

প্রতিনিধি, বান্দরাবন

বান্দরবানের লামা উপজেলায় একমাত্র 'মিড ডে মিল' কার্যক্রম চালু হয়েছে লামামুখ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতি বৃদ্ধি, ঝরেপড়া রোধে, সামাজিক নিরাপত্তা, শিক্ষার্থীদের পুষ্টির চাহিদা পূরণ ও শিক্ষার মান উন্নয়নে 'মিড ডে মিল' চালু করতে সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়কে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। গত জুলাই থেকে বান্দরবানে লামামুখ স্কুলের প্রধান শিক্ষক নুরুল আবছার এর ব্যক্তিগত অর্থায়নে 'মিড ডে মিল' কার্যক্রম চালু হয়। বিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, লামামুখ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১ম থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত মোট ২৩১ জন শিক্ষার্থী রয়েছে। মিড ডে মিলে কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ৩য়-৫ম শ্রেণীর ১৩১ জনকে ছেলেমেয়ে। উক্ত কর্মসূচি চালুর পর থেকে বর্তমানে বিদ্যালয়ে শতভাগ ছাত্রছাত্রী উপস্থিত হচ্ছে। বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি মো. জাহাঙ্গীর আলম জানান, মিড ডে মিল কার্যক্রম চালুর পর থেকে ছেলেমেয়ের উপস্থিতি বেড়েছে। বিদ্যালয়ের অধিকাংশ পাহাড়ি বাঙালি ছেলেমেয়ে দরিদ্র। পুষ্টির চাহিদা পূরণে উক্ত কর্মসূচি ব্যাপক ভূমিকা রাখবে। 'মিড ডে মিল' চালু রাখতে তিনি সরকার ও স্থানীয় ধন্যাঢ্য ব্যক্তিদের এগিয়ে আসতে অনুরোধ করেন। এদিকে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নুরুল আবছার বলেন, ৮ সেপ্টেম্বর ২০১৫ইং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাজধানীর ওসমানী মিলনায়তনে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসের উদ্বোধনকালে প্রতিটি স্কুলে 'মিড ডে মিল' চালুর ঘোষণা দিয়েছেন। তাই চলতি বচরের ২৭ জুলাই থেকে 'মিড ডে মিল' কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন লামা উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান আলহাজ মো. ইসমাইল। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ সদস্য ফাতেমা পারুল, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার আনন্দ কিশোর সাহা, সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার রিটন কুমার বড়ুয়া, লামা উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার যতীন্দ্র মোহন মণ্ডল প্রমুখ। লামা 'মিড ডে মিল' কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন কালে তিনি বলেন, লামামুখ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এই যুগোপুযোগী পদক্ষেপের জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানান এবং 'মিড ডে মিল' কার্যক্রম চালিয়ে নিতে লামা পৌরসভার পক্ষ থেকে প্রতি বছর ১ টন খাদ্য শস্য বরাদ্দ দেয়ার কথা বলেন।